সহীহ হাদীসের আলোকে

বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ

মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা.

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

প্রধান মুফতী, জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া

আল্লামা বানূরী টাউন করাচী, পাকিস্তান।

রচনায়

মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী

সহকারী মুফতী, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম।

www.almodina.com

সহীহ হাদীসের আলোকে
বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা

তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনাঃ
মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ
আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা.

রচনায়ঃ
মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ এ/১৫৫৫, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
মোবাইলঃ ০১৯১৭-০৭২৯৩৫, ০১৮১২-৫১৯৫৮৯

সর্বস্বত্বঃ
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকঃ
জনাব অলিয়ার রহমান স্মরণে
মুফতি অহিদ ইসলামী গবেষণাগার কৈখালী, সদর, যশোর।

প্রকাশকালঃ দ্বিতীয় সংস্করণ
২৬ আগষ্ট ২০১৫ ঈসায়ী, ১০ জ্বিলক্বদ ১৪৩৬ হিজরী

কম্পিউটারঃ অকিল উদ্দিন সোহাগ
মূল্যঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি পড়তে ভিজিট করুন
www.kafelaehaque.com

Sohih Hadiser Aloke Bitir Namaj o Rakat Shonkha
By: **Mufti Wakil Uddin Jessoree**
Specialist in Hadith & Islamic law.
Assistant Mufti: darul ifta khadimul quran was sunnah, Chittagong.
Price : 30/- Tk Only.

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর অভিমত	৪
২	হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা.বা. এর অভিমত	৬
৩	লেখকের কথা	৭
৪	বিতর নামাযের ফযিলত	৯
৫	বিতরের নামাযের সময়	৯
৬	বিতর আদায়ে মুস্তাহাব সময়	১০
৭	বিতর নামাযের হুকুম কি?	১০
৮	বিতর নামাযের পদ্ধতি	১২
৯	বিতর কত রাকাত	১২
১০	বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত	১২
১১	বিতর তিন রাকাত হওয়ার উপর এজমা	১৫
১২	বিতর নামাযের মুস্তাহাব সুরা	১৫
১৩	বিতর রাকাত বিষয়ে বর্ণনা ও তার উত্তর	১৭
১৪	তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুনরায় হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে	২১
১৫	রুকুর আগে দু'আয়ে কুনুত পড়বে	২২
১৬	কুনুত দুই প্রকার	২৩
১৭	কুনুতে নাযেলা	২৩
১৮	কুনুতে রাতেবা	২৫
১৯	কুনুত সারা বছর কি-না?	২৬
২০	কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করবে কি-না?	২৬
২১	দু'আয়ে কুনুত	২৭
২২	বিতর শেষে মুস্তাহাব দু'আ	৩১

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী, পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতি, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর উচ্চতর হাদীস ও ফিকহের উস্তাদ, দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, চট্টগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক, ও মুফতিয়ে আযম বাংলাদেশ

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা. বা. এর

অভিমত

« إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ ».

ঈমানের পরে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায। আর ফরয নামাযের পরে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ নামায হলো বিতরের নামায। বিতরের নামাযের ফযীলত ও বিধান সম্পর্কে অনেক অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে খুব সহজেই বিতর সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান অবগত হওয়া সম্ভব। তা সত্ত্বেও বিতরের নামায নিয়ে সমূহ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ

আল্লাহ তোমাদের জন্য বিতর নামাযকে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।[১]

আরো বলেছেন-

الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

বিতরের নামায হক্ব। সুসাব্যস্ত। যে বিতরের নামায পড়ল না, সে আমাদের থেকে নয়।[২] এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলেছেন।

এসব হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, বিতর নামায ওয়াজিব। একটু দিরায়াতের আশ্রয় নিলে এবং দিয়ানাতকে বর্জন না করলে, সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত এ বিধানকে বাতিল গণ্য করার কোন অবকাশ নেই। আপনি হাদীসের গ্রন্থাদী অধ্যায়ন করুন। দেখবেন- সেখানে বিতর নামায এক সালামে না কয় সালামে? এক রাকাআত না কয় রাকাআত? আরো যত প্রশ্ন, সব প্রশ্নের

১. মুসনাদে আহমাদ ২/১৮০ হা. ৬৬৯৩ সাহাবীদের মধ্যে অধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের মুসনাদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

২. আবু দাউদ ১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতর না করা পরিচ্ছেদ।

সমাধান রয়েছে। কিন্তু এসব সহীহ হাদীস গায়রে মুকাল্লিদ হযরতগণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অথবা তারা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। শুধু তাদের যা দাবী, তাই প্রচার করে। আর সহীহ হাদীসসমূহ নিয়ে লুকোচুরি করে। পরিণতিতে মুসলমানদের শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ ও ঐক্য বিনষ্ট ছাড়া কিছুই হয় না। কোথায় দ্বীনের কাছে আত্মসমর্পন? দ্বীনকেই নিজের দাবীর কাছে নত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। আল্লাহর পানা। তাদের জ্বালাতনে অস্থির হয়ে সাধারণ মানুষ সঠিক সমাধানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। এ বিষয় এবং এ জাতীয় সব বিষয়ের সঠিক সমাধান সাধারণ মানুষের সামনে পরিবেশন করা একান্ত প্রয়োজন। মাশা আল্লাহ, কাজ হচ্ছে। আরো হওয়া দরকার।

আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন প্রিয় শাগের্দ তরুণ আলেম মুফতী অকিল উদ্দিন যশোরী, সহকারী মুফতী- দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ চট্টগ্রাম- **'সহীহ হাদীসের আলোকে বিতর নামায ও রাকাআত সংখ্যা'** বইটি রচনা করেছে। সে আমাকে বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে শুনিয়েছে। মাশা আল্লাহ, সহজ-সাবলীল ভাষায় দলীলসমৃদ্ধ একটি কিতাব। বিতর নামায সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্তি ও সংশয় নিরসনের পর্যাপ্ত উপাদান সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। যাবতীয় বিভ্রান্তি চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক খণ্ডন করা হয়েছে। ফা জাযাহুল্লাহু তাআলা ফিদ্দারাইন।

আমি দুআ করি আল্লাহ লিখক ও কিতাবকে এবং আমাদের সকলকে কবুল করুন। লিখককে আরো বেশী বেশী খিদমাতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

أمين يارب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وأله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين.

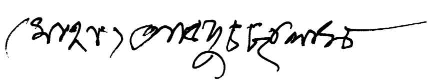

বান্দা আব্দুস সালাম
২১ রবিউস সানী, ১৪৩৫ হিজরী
২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ ঈসায়ী
সন্ধ্যা ৫:৪৭ মিনিট।

জামিয়া আরাবিয়া দারুল আরকাম যশোর এর সম্মানিত মুহাদ্দিস ও উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী বিদ্যাপিঠ আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর স্বনামধন্য মহাপরিচালক ও বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া (কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড) বাংলাদেশ এর সম্মানিত চেয়ারম্যান
আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা. বা. এর সুযোগ্য খলীফা
হাফেয মুফতী অহিদুর রহমান দা. বা. এর

অভিমত

حـــــامدا ومصليا ومسلما أما بعد.

শরীয়তে অন্যান্য নামাযের মত বিতর নামাযের গুরুত্ব বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আর রাসুল ﷺ নিজে আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু একটি কুচক্রি মহল এটিকে নিয়েও বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, যা নিয়ে ইদানীং জনসাধারণের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জেগে উঠছে।

মাশাআল্লাহ, আমার অত্যন্ত আদরের ছোট ভাই মুফতী অকিল উদ্দিন **"সহীহ হাদীসের আলোকে বিতর নামায ও রাকাত সংখ্যা"** নামক বইটি রচনা করে সময়োপযোগী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছে, যার মাধ্যমে বিতর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং তথাকথিত আহলে হাদীসের অপপ্রচার বন্ধ ও সন্দেহ নিরসন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আলাহ তা'আলা পুস্তিকা, লেখক, পাঠকসহ সকলকে কবুল করুন এবং দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন। আমিন।

অহিদুর রহমান
২০ সফর ১৪৩৫ হিজরী
২৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
রাত ৯:৩৭ মিনিট।

লেখকের কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد.

মহান রাব্বুল আলামিন উম্মতে মুহাম্মাদিকে যে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি নামায হল বিতর নামায। রাসুল ﷺ উক্ত নামাযটি নিজে আদায় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম M কে তা পড়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেছেন একটি নামায দ্বারা যা লাল উট থেকে উত্তম, আর তা হলো বিতর।[৩] এমনকি রাসুল ﷺ বলেছেন- যে বিতর আদায় করেনা সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না।[৪] উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, শরিয়াতে বিতর নামায গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময়। বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত, যা রাসুল ﷺ নিজে আদায় করেছেন। এক জামাত সাহাবায়ে কেরাম তা বর্ণনা করেছেন এবং তা আদায় করেছেন। এমনকি বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. এটিকে তিন রাকাত হওয়ার উপর মুসলমানদের এজমা বলে উল্লেখ করেছেন। এরপরও একটি মহল এটিকে এক রাকাত বা যার মনে যা চায় তা বেজোড় পড়তে পারবে। বিতর নামাযে হাত তুলে দু'আ করবে। দু'আয়ে কুনুত "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" নয় ইত্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। অথচ তা সহীহ হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে আমি **"সহীহ হাদীসের আলোকে নামায আদায়ের পদ্ধতি"** নামক বইটিতে সামান্য কিছু লিখেছিলাম। বইটি আমার সহপাঠি মাওলানা সাইফুল্লাহর সাথে যৌথভাবে লিখিত। এরপরও বিষয়টিকে একটু বিস্তারিতভাবে লেখার আশা ছিল। তবে বিষেশভাবে মুফতী রুহুল্লাহ নোমানী ভাই বিষয়টি নিয়ে লেখার কথা বললে অতিমাত্রায় আশাটি বৃদ্ধি পায়। আর তখন মনস্থর করি আল্লাহর রহমত হলে দু' কলম লিখব। আলহামদুলিল্লাহ! বইটি লেখার ক্ষেত্রে আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ মুফতিয়ে আ'যম বাংলাদেশ **"আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী"** দা. বা. আমাকে সময় দিয়েছেন, দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যথাসাধ্য নির্ভুল করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবি করুন। আমিন। মুফতী রুহুল্লাহ নোমানী ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেননা তার সহযোগিতার কথা ভুলার মতো নয়। এছাড়াও যারা সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বিজ্ঞ পাঠক মহলের কাছে বিনীত নিবেদন ভাষাগত কিংবা তথ্যগত কোন ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক অধমকে অবহিত করবেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমার এই পুস্তিকা কবুল করেন ও সকলের জন্য উপকারী এবং আমার নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দিন। আমিন

অকিল উদ্দিন

১৯ সফর ১৪৩৫ হিজরী, ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী, সন্ধ্যা ৫:৫৬ মিনিট

[৩]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

[৪]. আবু দাউদ শরীফ ১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতর আদায় না করা পরিচ্ছেদ।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা’আলার, যিনি বিশ্বের লালনকারী এবং সালাত-সালাম বর্ষিত হোক পেয়ারা হাবীব রাসুলে কারীম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ও তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাহাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর।

শরীয়তে নির্দেশিত গুরুত্বপূর্ণ নামাযের মত একটি নামায হলো বিতর- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না। যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত না।[৫]

অন্য হাদীসে এসেছে- নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা তোমাদের সাহায্য করেছেন একটি নামায দ্বারা যা লাল উট থেকে উত্তম, আর তা হল বিতর।[৬]

বিতর নামায পড়া কি? বিতর কত রাকাত? বিতর নামাযে দু’আয়ে কুনুত কোনটি ইত্যাদি বিষয়ে আহলে হাদীস বন্ধুগণ বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছেন, যা নিয়ে জনমতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। আর সে কারণে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহ তা’আলার তাওফীকে দু’কলম লেখার জন্য মনস্থির করেছি।

১. বিতর নামাযের ফযিলত
২. বিতর নামাযের সময়
৩. বিতর নামাযের হুকুম কি?
৪. বিতর নামাযের পদ্ধতি
৫. বিতর কত রাকাত
৬. বিতর রাকাত বিষয়ে বর্ণনা ও তার উত্তর
৭. তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুনরায় হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ বুকের উপর বাঁধবে।
৮. রুকুর আগে দু’আয়ে কুনুত পড়বে
৯. কুনুত সারা বছর কি-না?
১১. কুনুতের সময় হাত তুলে দু’আ করবে কি-না?
১২. দু’আয়ে কুনুত
১৩. বিতর শেষে মুস্তাহাব দু’আ

---

[৫]. আবু দাউদ শরীফ-১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতর আদায় না করা পরিচ্ছেদ। আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৬ বিতর অধ্যায়।

[৬]. আল মুস্তাদরাক১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

১. বিতর নামাযের ফযিলাত

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ. هذا حديث صحيح الإسناد.

হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা আদাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। যা লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হল বিতর। হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।[৭]

অতএব বিতর নামায পড়ার ফযিলাত অনেক বেশি এবং তা নিঃসন্দেহে বরকতময় নামায।

২. বিতর নামাযের সময়

বিতর নামাযের সময়- এশার নামায হতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. هذا حديث صحيح الإسناد.

হযরত খারেজা ইবনে হুযাফা আদাবী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাছে এসে বললেন, আল্লাহ তা'আলা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন। যা লাল উট অপেক্ষা উত্তম, তা হল বিতর। আল্লাহ তা'আলা এটা তোমাদের জন্য এশা এবং ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন। হাদীসটি সনদসূত্রে সহীহ।[৮]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন, রাতের প্রত্যেক ভাগেই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর আদায় করেছেন। রাতের প্রথম ভাগে, মধ্য ভাগে এবং শেষ ভাগে। এমনকি তার বিতর সুবহে সাদেক পর্যন্ত পৌঁছেছে।[৯]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণ রাতে (রাতের যে কোন অংশে) বিতর আদায় করেছেন। আর বিতর সুবহে সাদেক পর্যন্ত পৌঁছেছে।[১০]

---

৭. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

৮. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৮ হা. ১১৪৮ বিতর অধ্যায়।

৯. মুসলিম শরীফ ২/১৬৮ হা. ১৭৭১ মুসাফিরের নামাযের অধ্যায়, রাতের নামায ও রাতে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের রাকাত সংখ্যা পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে- বিতর নামাযের সময় এশার নামায আদায় করা থেকে নিয়ে সুবহে সাদেক পর্যন্ত। অতএব উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে বিতর নামায আদায় করা যায়।

বিতর আদায়ের মুস্তাহাব সময়-

যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারে, তার জন্য শেষ রাতে বিতর নামায আদায় করা মুস্তাহাব ও উত্তম। তবে সে যেন কমপক্ষে দু'রাকাত বা তার চেয়ে বেশী বিতর নামাযের আগে আদায় করে। কেননা এটা উত্তম ও উচিত। আর যে উঠতে পারেনা, সে বিতর আদায় করে ঘুমাবে।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে করবে বিতর।[১১]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি- তোমাদের মধ্যে যে শেষ রাতে উঠতে পারবেনা, সে বিতর আদায় করে শুয়ে পড়বে। আর যে উঠতে পারবে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতে পড়া অনেক উত্তম।[১২]

শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৪৬ হিজরী লেখেন-

فَإِنَّ تَاخِيْرَهَا إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ مُسْتَحَبٌّ.

বিতর নামায শেষ রাতে আদায় করা মুস্তাহাব।[১৩]

৩. বিতর নামাযের হুকুম কি?

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

[১০]. বুখারী শরীফ ১/৩৩৮ হা. ৯৫১ বিতর অধ্যায়, বিতরের সময় পরিচ্ছেদ।

[১১]. বুখারী শরীফ ১/৩৩৯ হা. ৯৫৩, বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।

[১২]. মুসলিম শরীফ ২/১৭৪ হা. ১৮০৩, মুসাফিরের নামায অধ্যায়, যে আশংকা শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে শুরু রাতে বিতর পড়বে।

[১৩]. বাযলুল মাজহুদ ৬/৯০ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদসমূহ, বিতর মুস্তাহার পরিচ্ছেদ।

হযরত বুরায়দা বলেন- আমি রাসুল কে বলতে শুনেছি- বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না। বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না। বিতর সত্য সঠিক, যে ব্যক্তি বিতর আদায় করে না, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত না।[১৪]

উক্ত হাদীসটিকে হাকেম নিশাপুরী মৃত্যু ৪০৫ হিজরী. **هذا حديث صحيح** হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[১৬]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী. বলেন- সঠিক কথা হল হাদীসটি হাসান।[১৭]

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- **وبالجملة فهو حسن الحديث** মোট কথা হল উক্ত হাদীসটি হাসান।[১৮]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতর ওয়াজিব। কেননা রাসুল বলেন- বিতর হক অর্থাৎ উহা ওয়াজিব প্রমাণিত। আর উহার প্রমাণ হল-(**فمن لم يوتر فليس منا**) যে বিতর আদায় করেনা, সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি অনেক বড় অঈদ ধমকি। এ ধরণের ধমকি ফরয বা ওয়াজিব তরককারীর বিষয়ে ছাড়া সুন্নাত তরককারীর ক্ষেত্রে বলা হয়না। আর উহা তিনবার বলেছেন।[১৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন- তোমরা তোমাদের রাতের শেষ নামাযকে করবে বিতর।[২০]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لْيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

---

১৪. আবু দাউদ শরীফ ১/৫৩৪ হা. ১৪২১ বিতর অধ্যায়, বিতির না পড়া পরিচ্ছেদ। আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৮ হা. ১১৪৬ বিতর অধ্যায়।

১৫. আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৮ হা. ১১৪৭ বিতর অধ্যায়।

১৬. উমদাতুল কারী ৭/১১ বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।

১৭. আসারুস সুনান পৃ. ২২২ হা.৫৮৩ বিতর অধ্যায়, বিতর ওয়াজিব পরিচ্ছেদ।

১৮. এলাউস সুনান ৬/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর ওয়াজিব ও তার সময় পরিচ্ছেদ।

১৯. উমদাতুল কারী ৭/১১ বিতর অধ্যায়, রাতের শেষ নামায়ে বিতর পরিচ্ছেদ।

২০. বুখারী শরীফ ১/৩৩৯ হা. ৯৫৩ বিতর অধ্যায়, শেষ নামায বিতর পরিচ্ছেদ।

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি- তোমাদের মধ্যে যে শেষ রাতে উঠতে পারবেনা, সে বিতর আদায় করে শুয়ে পড়বে। আর যে উঠতে পারবে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতে পড়া অনেক উত্তম।[২১]

عَن أَبِيْ سَعِيْد قَالَ ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ اَلْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَه. هذا حديث صحيح.

হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে গেল, বা ভুলে গেল, যখন ঘুম থেকে উঠবে বা স্মরণ পড়বে, তখন তা আদায় করবে।[২২] হাদীসটি সহীহ।

অতএব উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, নিঃসন্দেহে বিতর নামায ওয়াজিব।

৪. বিতর নামাযের পদ্ধতি

বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত।[২৩] অন্যান্য নামাযের মত আদায় করবে। তবে প্রথম রাকাতে সুরা ফাতেহার পর সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পড়া মুস্তাহাব।[২৪] তৃতীয় রাকাতে কেরাত পড়া শেষে তাকবীর দিয়ে পুনরায় পুরুষগণ হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে বুকের উপর হাত বাঁধবে।[২৫] এরপর কুনুত পাঠ করবে।[২৬] অন্যান্য নামাযের ন্যায় বাকি অংশ আদায় করবে।

৫. বিতর কত রাকাত

বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

---

২১. মুসলিম শরীফ২/১৭৪ হা. ১৮০৩ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, যে আশংকা শেষ রাতে উঠতে পারবে না সে শুরু রাতে বিতর পড়বে।

২২. ইবনে মাজাহ ১/৩৭৫ হা. ১১৮৮ নামায ও তার সুন্নাতসমূহ অধ্যায়, বিতর আদায় না করে ঘুমিয়ে যাওয়া বা ভুলে যাওয়া পরিচ্ছেদ।
আল মুস্তাদরাদ ১/৪৪৩ হা. ১১২৭ বিতর অধ্যায়।

২৩. ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৭,৩৮, ৩৯, ৪০ নং টীকা দেখুন।

২৪. ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬ নং টিকা দেখুন।

২৫. ৬৩ নং টীকা দেখুন।

২৬. ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩ নং টীকা দেখুন।

وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা কে জিজ্ঞাসা করেন, রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসুল রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকাত নামায আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামায আদায় করতেন। আয়েশা বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বিতরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি এরশাদ করলেন, আমার চোখ দু'টি ঘুমায় কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[২৭]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .

هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, রাসুল তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন।[২৮] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[২৯]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا : بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ وَستٍّ وَثَلاَثٍ وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ.

---

২৭. বুখারী শরীফ ১/৩৮৫ হা. ১০৯৬ তাহাজ্জুদ অধ্যায় রাসুল এর রাতের কিয়াম রমযান ও রমযান ছাড়া।

২৮. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬২ হা. ১৭০১ দিনের নফল ও রাতের কিয়াম অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত, সাঈদ ইবনে যুবায়রের হাদীসে আবু ইসহাকের মতভেদ।

২৯. উমদাতুল কারী ৭/৫ বিতর অধ্যায়. বিতর পরিচ্ছেদ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কায়েস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি হযরত আয়েশা কে জিজ্ঞাসা করলাম রাসুল কত রাকাত বিতর আদায় করতেন, তিনি উত্তরে বলেন- রাসুল বিতর আদায় করতেন চার এবং তিন রাকাত, ছয় এবং তিন রাকাত, আট এবং তিন রাকাত, দশ এবং তিন রাকাত, তবে সাত রাকাতের কম আদায় করতেন না এবং তের রাকাতের বেশী আদায় করতেন না।[৩০]

অতএব বুঝা গেল বিতর নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। আর নফল কখনো চার, ছয়, আট, দশ রাকাত আদায় করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ.

هذا حديث صحيح.

হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন রাসুল বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন না।[৩১]

আল্লামা হাকেম নিশাপুরী মৃত্যু ৪০৫ হিজরী বলেন- **هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.** হাদীসটি ইমাম বুখারী মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৩২]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন হাদীসটি সহীহ।[৩৩]

হযরত ওমর তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর ইহা মদীনাবাসী গ্রহণ করেছেন।[৩৪]

আল্লামা যফর আহমাদ উসমানী মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[৩৫]

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ دَفَنَّا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ عُمَرُ إِنِّيْ لَمْ أُوْتِرْ فَقَامَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَه‘ فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثَ رَكْعَاتٍ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা বলেন- হযরত আবু বকর দাফন করার পর হযরত ওমর বলেন- আমি বিতর আদায় করিনি। অতপর আমরা তার পিছনে কাতার বন্দি হয়ে দাড়িয়ে গেলাম। আর তিনি আমাদের তিন রাকাত নামায পড়ালেন। আর শুধু শেষ রাকাতে সালাম ফিরালেন।[৩৬]

[৩০]. আবু দাউদ ১/৪৩৩ হা. ১৩৬২ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ।

[৩১]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬১ হা. ১৬৯৭ রাতের কিয়াম ও দিনের নফল অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত পরিচ্ছেদ।

[৩২]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৬ হা. ১১৩৯ বিতর অধ্যায়।

[৩৩]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩২ হা. ৬১৩ বিতির অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত।

[৩৪]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪০ বিতর অধ্যায়।

[৩৫]. এলাউস সুনান ৬/৩০ হা. ১৬৫৩ বিতর অধ্যায়।

[৩৬]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৯৩ হা. ১৬১১ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

قَالَ عَبْدُ اللهِ الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرَ النَّهَارِ. هذا حديث صحيح.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন বিতর নামায তিন রাকাত, দিনের বিতর মাগরিব নামাযের ন্যায়।[৩৭] হাদীসটি সহীহ।

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরীকে বলা হলো হযরত ইবনে ওমর বিতরের দু'রাকাতে সালাম ফিরাতেন। তখন হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন ওমর রা. তার ছেলে ইবনে ওমর থেকে অনেক বড় ফকীহ। তিনি তো দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীর দিয়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠে যেতেন।[৩৮]

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلاَةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلاَةِ النَّهَارِ ، فَأَوْتِرُوا صَلاَةَ اللَّيْلِ.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মাগরীবের নামায দিনের বিতর, সুতরাং তোমরা রাতের বিতর আদায় কর।[৩৯] হাদীসটি মুরসাল সহীহ।

অর্থাৎ মাগরীবের নামায যেমন তিন রাকাত, ঠিক তেমনি বিতর নামাযও তিন রাকাত। যেভাবে মাগরিব এক সালামে আদায় করতে হয়, ঠিক তেমনি বিতরও এক সালামে আদায় করতে হয়। অতএব এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাত।

বিতর তিন রাকাত হওয়ার উপর ইজমা

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَايُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১১০ হিজরী বলেন বিতর তিন রাকাত হওয়ার উপর মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। আর শুধুমাত্র শেষ রাকাতে সালাম ফিরাবে।[৪০]

বিতর নামাযের মুস্তাহাব সুরা

বিতর নামাযে প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব।

[৩৭]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৬৮ হা. ৬৭৭৯ নামায অধ্যায়, দিনের বিতর মাগরিব।
[৩৮]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪১ বিতর অধ্যায়।
[৩৯]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৬৮ হা. ৬৭৭৮ নামায অধ্যায়, দিনের বিতর মাগরিব।
[৪০]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৪৯২-৪৯৩ হা. ৬৯০৪ নামায অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত বা বেশী।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يُوترُ بثَلَاث يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَة بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন।[৪১] সনদসূত্রে হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫৫ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৪২]

সহীহ সনদে তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পড়ার বর্ণনাও এসেছে।[৪৩]

ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ২৭৯ হিজরী বলেন-

وَالَّذِي اخْتَارَه‘ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَّقْرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِسُوْرَةٍ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ জ্ঞানী সাহাবী ও পরবর্তী ব্যক্তিগণ এটা গ্রহণ করেছেন যে, সুরা আলা ও সুরা কাফিরুন ও সুরা এখলাস প্রতি রাকাতে একটি করে সুরা পাঠ করবে।[৪৪]

وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ قَالَ الْعُقَيْلِي إِسْنَادُه‘ صَالِحٌ وَلَكِنَّ حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاُبَي بْنِ كَعْبٍ بِإِسْقَاطِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ أَصَحُّ.

ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী আত তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে বলেন উকাইলী বলেন উক্ত হাদীসটির সনদ উপযুক্ত। তবে ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা’ব এর বর্ণনায় সুরা ফালাক ও সুরা নাস ব্যতিরেকের বর্ণনা অধিক সহীহ।[৪৫]

---

৪১. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬২ হা. ১৭০১ দিনের নফল ও রাতের কিয়াম অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত, সাঈদ ইবনে যুবায়রের হাদীসে আবু ইসহাকের মতভেদ।

৪২. উমদাতুল কারী ৭/৫ বিতর অধ্যায়. বিতর পরিচ্ছেদ।

৪৩. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৭ হা. ১১৪৪ বিতর অধ্যায়।

৪৪. সুনানে তিরমিযি ১/২৮৭ হা. ৪৬১ নং হাদিসের আলোচনা, বিতর অধ্যায়, বিতরে পঠিত সূরা পরিচ্ছেদ।

৪৫. এলাউস সুনান ৬/৩৩-৩৪ হা.১৬৫৫, নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

বিতরে উক্ত সুরা আলা, সুরা কাফিরুন, ও সুরা এখলাস পড়া ভাল। এ ছাড়াও যে কোন সুরা দ্বারা নামায আদায় করতে পারবে। তবে যদি এমন মনে করে যে উক্ত সুরা ছাড়া নামায হবে না বা উক্ত সুরা পাঠ করা ওয়াজিব। তবে এটা জায়েয নেই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১২৫২হিজরী উল্লেখ করেন-

لَكِنْ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ التَّعْيِيْنَ عَلَى الدَّوَامِ يُفْضِيْ إِلَى اعْتِقَاد بَعْضِ النَّاسِ أَنَّه وَاجِبٌ وَهُوَ وَاجِبٌ وَهُوَ لَايَجُوْزُ فَلَوْ قَرَأَ بِمَا وَرَدَ بِه الْأَثَارُ أَحْيَانًا بِلَا مُوَاظَبَة يَكُوْنُ حَسَنًا بحر.

সর্বদা উক্ত সুরা নির্ধারিত করার কারণে কিছু মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে যে, উহা পড়া ওয়াজিব। আর উহা জায়েয নেই। তবে কেউ যদি উক্ত সুরাগুলি মাঝে মধ্যে আদায় করে তবে তা ভাল।[৪৬]

৬. বিতর রাকাত বিষয়ে বর্ণনা ও তার উত্তর

বিতরের নামায কত রাকাত? এ বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে, কোন বর্ণনায় এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তের রাকাত পর্যন্ত বর্ণনা এসেছে।

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী রহ. মৃত্যু ৪০৫ হিজরী বলেন-

وَقَدْ صَحَّ وِتْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ وَإِحْدَى عَشَرَةَ وَتِسْعٍ وَسَبْعٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاث وَوَاحِدَة.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিতর তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন, ও এক রাকাত প্রমাণিত আছে।[৪৭]

উক্ত হাদীসগুলি বর্ণনা ও তার সমাধান উল্লেখ করব। আসলে বিতর তের এগার ইত্যাদি হাদীসগুলি কিয়ামুল লায়ল তাহাজ্জুদ নামায সহ রেওয়ায়েত হয়েছে, যেহেতু বিতর অর্থ বেজোড়, তাই সে নামেই রেওয়ায়েত হয়েছে।

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِه عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي.

---

[৪৬]. রদ্দুল মুহতার ২/৬ নামায অধ্যায়, বিতর ও নফল পরিচ্ছেদ, বিতর সুন্নাতসমুহ বা ইজমা অস্বিকারকারীর উদ্দেশ্য।

[৪৭]. আল মুস্তাদরাক ১/৪৪৩ হা. ১১৪৯ নং আলোচনা বিতর অধ্যায়।
তিরমিযি শরীফ ২/৩১৯ হা. ৪৫৭ বিতর অধ্যায়, বিতর সাত রাকাত পরিচ্ছেদ।

হযরত আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা কে জিজ্ঞাসা করেন, রমযান মাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন ছিল? তিনি বললেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময় (রাতের বেলা) এগার রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি চার রাকাত নামায আদায় করতেন। তুমি সেই নামাযের সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার রাকাত নামায আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর তিনি তিন রাকাত (বিতর) নামায আদায় করতেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা বলেন, (একদিন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বিতিরের আগে ঘুমিয়ে থাকেন? তিনি এরশাদ করলেন আমার চোখ দু'টি ঘুমায় কিন্তু আমার হৃদয় ঘুমায় না।[৪৮]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّى إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। অতপর ফজরের আযান শুনে দু' রাকাত নামায আদায় করতেন।[৪৯]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন।[৫০]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাকাত নামায আদায় করতেন বিতির এবং ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত এর অন্তর্ভুক্ত।[৫১]

অতএব বুঝা গেল, তের রাকাতের মধ্যে দু'রাকাত ফজরের সুন্নাত অন্তর্ভুক্ত। ইহা বাদ দিলে থাকে, এগার রাকাত। আর উহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, আট রাকাত কিয়ামুল লায়ল তথা তাহাজ্জুদ আর তিন রাকাত বিতর।

---

[৪৮]. বুখারী শরীফ ১/৩৮৫ হা. ১০৯৬ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের কিয়াম রমযান ও রমযান ছাড়া।

[৪৯]. আবু দাউদ ১/৪১২ হা. ১৩৪১ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ

[৫০]. আবু দাউদ ১/৫১৭ হা. ১৩৬২ নামায অধ্যায়, কিয়ামুল লায়ল পরিচ্ছেদসমুহ, রাতের নামায পরিচ্ছেদ

[৫১]. বুখারী শরীফ ১/৩৮২ হা. ১০৮৯ তাহাজ্জুদ অধ্যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কেমন ছিল ও কত রাকাত নামায আদায় করতেন।

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

হযরত আবু সালামা (রাঃ) বলেন- আমি আয়েশা (রাঃ) কে রাসুল ﷺ এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন রাসুল ﷺ তের রাকাত নামায আদায় করতেন। আট রাকাত আদায় করতেন, অতপর বিতর আদায় করতেন, অতপর বসাবস্থায় দু'রাকাত আদায় করেছেন।[৫২]

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ.

হযরত মাসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আয়েশা (রাঃ) কে রাসুল ﷺ এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ফজরের দু'রাকাত (সুন্নাত) ব্যতিরেকে সাত বা নয় কিংবা এগার রাকাত।[৫৩]

অতএব ফজরের সুন্নাত ব্যতিরেকে রাসুল ﷺ এগার রাকাত নামায আদায় করেছেন। আট রাকাত কিয়ামুল লায়ল, তিন রাকাত বিতর, সেভাবে নয় রাকাতের তিন রাকাত বিতর ছয় রাকাত কিয়ামুল লায়ল। ওই রকমভাবে সাত রাকাতের তিন রাকাত বিতর চার রাকাত কিয়ামুল লায়ল।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثَ عَشَرَةَ فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন রাসুল ﷺ তের রাকাত নামায আদায় করতেন, যখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গেলেন, তখন সাত রাকাত আদায় করতেন। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহঃ) মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَايَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.

---

৫২. মুসলিম শরীফ ২/১৬৬ হা. ১৭৫৮ মুসাফিরের নামায অধ্যায়, রাতের নামায ও রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা পরিচ্ছেদ।

৫৩. বুখারী শরীফ ১/৩৮২ হা. ১১৮৮ তাহাজ্জুদ অধ্যায় রাসুল ﷺ এর নামায কেমন ছিল ও কত রাকাত নামায আদায় করতেন।

৫৪. আল মুস্তাদরাক ১/৪১৩ হা. ১১৪৯ বিতর অধ্যায়।

হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী এর রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তের রাকাত। এর মধ্যে পাঁচ রাকাত তিনি বিতর আদায় করতেন। এ পাঁচ রাকাত আদায় করা শেষ করেই তিনি বসতেন। মুয়াজ্জিন আযান দিলে তিনি উঠে হালকা দু' রাকাত নামায আদায় করতেন। ইমাম তিরমিযি বলেন- আয়েশার হাদীসটি হাসান সহীহ।[৫৫]

এ সকল হাদীস তখন বর্ণিত হয়েছে যখন বিতর নামায নির্ধারন হয়নি।[৫৬]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءَ.

হযরত আবু সাইদ থেকে বর্ণিত, রাসুল এক রাকাত নামায থেকে নিষেধ করেছেন।[৫৭]

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. هذا حديث على شرط الشيخين.

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী হতে বর্ণিত, রাসুল বলেন বিতর সত্য যে চাই সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে। আর যে চাই সে তিন রাকাত আর যে চাই সে এক রাকাত।

হাদীসটি ইমাম বুখারী মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৫৮]

উক্ত হাদীস বিতির নির্ধারনের পূর্বের বর্ণনা। কেননা নির্ধারিত নামাযে রাকাতের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেয়া হয় না।[৫৯]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاة اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْه السَّلَام صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

হযরত ইবনে ওমর বলেন, রাসুল বলেছেন, রাতের নামায জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ফজর হওয়ার ধারণা করবে, শেষের দিকে এক রাকাত পড়বে, এটা তার পূর্বে আদায়কৃত নামাযকে বিতর অর্থাৎ বেজোড় করে দিবে।[৬০]

---

৫৫. তিরমিযি ২/৩২১ হা. ৪৫৯ বিতির অধ্যায়, বিতর পাঁচ রাকাত পরিচ্ছেদ।

৫৬. উমদাতুল কারী ৭/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

৫৭. আত তামহীদ ১৩/২৫৪ নূন পরিচ্ছেদ, নাফে' ইবনে যারযিস, প্রথম হাদীস।

৫৮. আল মুস্তাদরাক ১/৪০৮ হা. ১১২৮ বিতর অধ্যায়।

৫৯. উমদাতুল কারী ৭/৪ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।

৬০. বুখারী শরীফ ১/৩৩৭ হা. ৯৪৬ বিতর অধ্যায়, বিতর পরিচ্চেদ।

উক্ত হাদীসের অর্থ হলো ওই এক রাকাতকে পূর্বের নামাযের সাথে মিলিয়ে নিবে। এ কারণে **تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى** এটা তার পূর্বে আদায়কৃত নামাযকে বেজোড় করে দেয়।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- তিন রাকাত বিতর আদায় করো না, মাগরীবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্য রেখোনা, তোমরা বিতর পাঁচ রাকাত বা সাত রাকাত আদায় করো। হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ২৫৬ হিজরী ও ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ২৬১ হিজরী এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ।[৬১]

পূর্বে উল্লেখ করেছি বিতর তিন রাকাত। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত থেকে সহীহ সনদে প্রমাণিত । অতএব এ জাতীয় হাদীসের অর্থ হল তোমরা শুধু (শেষ রাতে) তিন রাকাত বিতর আদায় করোনা। বরং এর আগে দু'রাকাত বা চার রাকাত বা এর চেয়ে বেশী (কিছু নফল ও তাহাজ্জুদ) আদায় করে বিতর তিন রাকাত আদায় করো।[৬২]

৭. তৃতীয় রাকাতে কেরাত শেষে পুনরায় হাত কান বরাবর উঠিয়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলাগণ বুকের উপর বাঁধবে।

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ اَنَّ الْقُنُوْتَ وَاجِبٌ فِي الْوِتْرِ فِيْ رَمَضَانَ وَغَيْرِه قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَإِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَّ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ وَبِه نَاخُذُ وَيَرْفَعُ يَدَيْه فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى قَبْلَ الْقُنُوْتِ كَمَا يَرْفَعُ يَدَيْه فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَضَعُهُمَا وَيَدْعُوْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ .

ইব্রাহিম নাখায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন রমযান ও রমযান ছাড়া অর্থাৎ সারা বছর বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়া ওয়াজিব। যখন কুনুত পড়বে তখন তাকবীর বলবে। আর যখন রুকু করবে তখনো তাকবীর বলবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ১৮৯ হিজরী বলেন এটিই আমাদের দলীল। কুনুতের পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠাবে, যেভাবে নামাযের শুরুতে হাত উঠানো হয়। অতপর হাত বাঁধবে এবং দু'আ পড়বে। এটিই ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ১৫০ হিজরী এর অভিমত।[৬৩]

---

[৬১]. আল মুস্তাদরাক ১/৪১০ হা. ১১৩৮ বিতর অধ্যায়।

[৬২]. শরহু মাআরিল আসার ১/২৮৯ হা. ১৫৮৬ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।
আসারুস সুনান পৃ. ২২৫ হা. ৫৯৪ নং আলোচনা, বিতর নামায অধ্যায়, বিতর পাঁচ বা তার চেয়ে বেশী পরিচ্ছেদ।

[৬৩]. কিতাবুল আসার পৃ. ৬৪ হা. ২১২ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৬৪]

আল্লামা খালেদ আওয়াদ উক্ত হাদীসের সনদ ভাল বলেছেন।[৬৫]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা ***কূনুত পড়ার জন্য রুকুর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।***[৬৬] মনগড়া ও ভুল কথা। কেননা উক্ত হাদীসের আলোকেই তা প্রমাণিত হয়।

৮. রুকুর আগে দুআয়ে কুনুত পড়বে

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِى الأُولَى بِــسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ بِــقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِــقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ .هذاحديث صحيح.

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন রাসুল তিন রাকাত বিতর আদায় করতেন, প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাস পাঠ করতেন। আর রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৬৭]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৬৮]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ لَا يَقْنُتُ فِيْ شَيْئٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا الْوِتْرَ فَإِنَّه‘ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ. إسناده صحيح.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বিতর নামায ছাড়া কুনুত পড়তেন না। আর তা রুকুর পূর্বে পড়তেন।[৬৯]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৭০]

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. إسناده صحيح.

---

[৬৪]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩৪ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৬৫]. আসারুস সুনান তাহকীক-খালেদ আওয়াদ ১/২৩৪ হা. ২১২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৬৬]. ছালাতুর রাসূল (ছা:) পৃ ১৬৭।

[৬৭]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৬১ হা.১৬৯৮ রাতের কিয়াম দিনের নফল অধ্যায়, বিতর কিভাবে তিন রাকাত পরিচ্ছেদ, বিতরে উবাই ইবনে কা'ব এর বর্ণনাকারীদের মতভেদের আলোচনা।

[৬৮]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩৯ হা. ৬৩০ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৬৯]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৫৩ হা. ১৩৯৯ নামায অধ্যায়, ফজর ও অন্যান্য নামাযে কুনুত পড়া।

[৭০]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩৯ হা. ৬৩১ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ

হযরত ইবনে মাসউদ ও রাসুল এর সাহাবীগণ বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৭১]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৭২]

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنْ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ.

আব্দুল আযীয বলেন- এক ব্যক্তি হযরত আনাস কে কুনুত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন কুনুত কি রুকুর আগে না-কি কিরাত শেষে? তিনি উত্তরে বলেন- কেরাত শেষে।[৭৩]

অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদীসের আলোকে জানা গেল রুকুর পুর্বে কুনুত পড়বে।

৯. কুনুত দুই প্রকার-

১. কুনুতে নাযেলা ২. কুনুতে রাতেবা

১. কুনুতে নাযেলা হলো কোন দূর্ঘটনা বা বিপদাপদ এলে পড়তে হয়। রাসুল ও এক মাস এ কুনুত দিয়ে বদ দু'আ করেছেন।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِحَاجَةٍ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَّاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ.

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল কোন এক প্রয়োজনে সত্তরজন সাহাবীকে এক জায়গায় পাঠালেন, যাদের ক্বারী বলা হত। বনী সুলাইম গোত্রের দু'টি শাখা- রি'ল ও যাকওয়ান বি'রে মাউনা নামক একটি কুপের নিকট তাদেরকে আক্রমন করলে তারা বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি। আমরা কেবল রাসুল এর নির্দেশিত একটি কাজের জন্য এ পথ দিয়ে যাচ্ছি। এতদসত্ত্বেও তারা তাদেরকে হত্যা করে দিল। তাই রাসুল এক মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। এভাবেই কুনুত পড়া আরম্ভ হয়। (বর্ণনাকারী বলেন এর পূর্বে) আমারা কখনো আর কুনুত (নাযিলা) পড়িনি।[৭৪]

---

[৭১]. আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/৫২১ হা. ৬৯৮৩ নামায অধ্যায়, রুকুর আগে বা পরে কুনুত।

[৭২]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৭৩]. বুখারী শরীফ ৪/১৫০০ হা. ৩৮৬০ মাগাযী অধ্যায়, রযী, রি'ল, যাকওয়ান ইত্যাদি যুদ্ধের পরিচ্ছেদ।

[৭৪]. বুখারী শরীফ ৪/১৫০০ হা. ৩৮৬০ মাগাযী অধ্যায়, রযী, রি'ল, যাকওয়ান ইত্যাদি যুদ্ধের পরিচ্ছেদ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَنَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَت اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ফজরের নামাযে রুকুর পরে একমাস পর্যন্ত কুনুত পড়লেন রি'ল যাকওয়ান গোত্রের উপর বদ দু'আ করেছিলেন এবং এমন নাফারমানী যা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে।[৭৫]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. اسناده صحيح.

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল কুনুত পড়তেন না। তবে যখন কোন গোত্রের জন্য দু'আ বা বদ দু'আ করলে কুনুত পড়তেন।[৭৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَد أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَد قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِه فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِأَحْيَاءٍ مِنْ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসুল কারো জন্য দু'আ বা বদ দু'আ করার মনস্থ করতেন, তখন নামাযের রুকুর পরেই কুনুতে নাযিলা পড়তেন। কখনো কখনো সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলার পর বলতেন, হে আল্লাহ ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে রবীয়াকে মুক্ত করুন। হে আল্লাহ! মুযার গোত্রের উপর শাস্তি কঠোর করুন। এ শাস্তি ইউসুফ এর যুগের দুর্ভিক্ষেও ন্যায় দুর্ভিক্ষে রূপান্তরিত করে দিন। নবী সা. এ কথাগুলোকে উচ্চস্বরে বলতেন। কখনো কখনো তিনি কয়েকটি আরব গোত্রের নাম উল্লেখ করে ফজরের নামাযে বলতেন, হে আল্লাহ, অমুক এবং অমুককে লানত দিন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন। হে নবী, এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই।[৭৭]

হযরত ওমর যুদ্ধের সময় হলে কুনুতে নাযেলা পড়তেন। তা না হলে নয়।

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَارَبَ قَنَتَ وَإِذَا لَمْ يُحَارِبْ لَمْ يَقْنُتْ.

---

৭৫. মুসলিম শরীফ ২/১৩৬ হা. ১৫৭৯ মাসজিদ ও নামাযের স্থান অধ্যায়, মুসলমানদের কোন বিপদ এলে কুনুত পড়া।

৭৬. সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/ ৩১৪ হা. ৬২০ নামায অধ্যায়, রাসুল দু'আ বা বদদু'আ করতে কুনুত পড়তেন সারা বসর নয় পরিচ্ছেদ।

৭৭. বুখারী শরীফ ৪/১৬৬১ হা. ৪২৮৪ তাফসির অধ্যায়, সুরা আল ইমরান, এতে আপনার করার কিছু নেই পরিচ্ছেদ।

হযরত আসওয়াদ থেকে বর্ণিত হযরত, ওমর যখন যুদ্ধ করতেন কুনুত পড়তেন। আর যখন যুদ্ধ করতেন না কুনুত পড়তেন না।[৭৮]

আল্লামা নিমাবী মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটি সনদসূত্রে হাসান।[৭৯] অর্থাৎ কোন বালা-মুসিবতের সময় কুনুতে নাযেলা পড়া যাবে।

২. কুনুতে রাতেবা- যা বিতরে কুনুত হিসেবে পড়তে হয় যেমন- খালেদ ইবনে আবী ইমরান "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত হিসেবে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ خَالِد بْنِ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَه‘ جِبْرِيْلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتَ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَابًا وَلَا لِعَانًا وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ثُمَّ عَلَّمَه‘ هَذَا الْقُنُوْتَ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ اَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

হযরত খালেদ ইবনে আবু ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-রাসুল মুযর গোত্রের উপর বদ দু'আ করতেন, এক সময় হযরত জিব্রাইল এসে চুপ করার ইশারা করলেন। অতপর রাসুল চুপ করলেন। এরপর জিব্রাইল বললেন হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গালাগাল বা অভিশাপ হিসেবে প্রেরণ করেননে। নিশ্চয় আপনাকে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। শাস্তি বা আযাবের জন্য নয়। এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের উপর দয়াপরশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিল যালেম। অতপর এই কুনুতকে শিক্ষা দেন। হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার অনুগত হয়, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদেও সাথে মিলিত হয়।[৮০]

---

[৭৮]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৫১ হা. ১৩৮৫ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৭৯]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪৫ হা. ৬৫৩ বিতির নামাযের অধ্যায়, ফজর নামাযে কুনুত না পড়া পরিচ্ছেদ।

[৮০]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৭ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।[৮১] উক্ত হাদীসটিতে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত বলে অভিহিত করে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১০. কুনুত সারা বছর কি-না?

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ الْقُنُوْتَ وَاجِبٌ فِي الْوِتْرِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

ইব্রাহিম নাখায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন রমযান ও রমযান ছাড়া অর্থাৎ সারা বসর বিতির নামাযে রুকুর পুর্বে কুনুত পড়া ওয়াজিব।[৮২]

আল্লামা নিমবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ বলেছেন।[৮৩]

আল্লামা খালেদ আওয়াদ উক্ত হাদীসের সনদ ভাল বলেছেন।[৮৪]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقْنُتُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিতর নামাযে রুকুর পূর্বে সারা বসর কুনুত পড়তেন।[৮৫] হাদীসটি সহীহ।

১১. কুনুতের সময় হাত তুলে দু'আ করবে কি-না?

কুনুতের সময় হাত উঠানোর হাদীস রয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّه' كَانَ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিতরের শেষ রাকাতে সুরা ইখলাস পড়তেন। অতপর দু'হাত উঠাতেন অতপর রুকুর পূর্বে কুনুত পড়তেন।[৮৬]

আল্লামা নিমাবী রহ. মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-হাদীসটির সনদ সহীহ।[৮৭]

كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوْتِ إِلَى ثَدْيَيْهِ.

হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুনুতে বুক বরাবর হাত উঠাতেন।[৮৮]

---

[৮১]. এলাউস সুনান ৬/১০৬-১০৭ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

[৮২]. কিতাবুল আসার পৃ. ২৭৪ হা.২১০ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৮৩]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪০ হা. ৬৩৪ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৮৪]. কিতাবুল আসার তাহকীক-খালেদ আওয়াদ ১/২৩৪ হা. ২১২ বিতর নামায অধ্যায়, রুকুর পূর্বে বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৮৫]. কিতাবুল আসার পৃ. ২৭৩ হা. ২০৯ নামায অধ্যায়, নামাযে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[৮৬]. রফয়ে ইদাইন- বুখারী ১/৯২ হা. ৯১ দু'হাত উঠাবে এবং রুকুর পূর্বে কুনুত পড়বে।

[৮৭]. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৫ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

[৮৮]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ৩/৪১ হা. ৫০৬২ নামায অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

عَنْ مُوْسَى بْنِ وَرْدَانَ أَنَّه كَانَ يَرَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَرْفَعُ يَدَيْه فِي قُنُوْته فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

হযরত মূসা ইবনে ওরদান হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু কে রমযান মাসে কুনুতে দু'হাত তুলতে দেখেছেন।[৮৯]

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ تُرْفَعُ الْأَيْدِىْ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ فِيْ افْتِتَاحِ الصَّلَاة وَفِي التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْت فِي الْوِتْرِ وفِي الْعِيْدَيْنِ وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجْرِ وَعَلَي الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ.

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেন- সাত স্থানে হাত উত্তোলন করা হবে। ১. নামাযের শুরুতে, ২. বিতর নামাযের কুনূতের উদ্দেশ্যে যখন তাকবীর বলা হবে, ৩. উভয় ঈদের তাকবীরের সময়, ৪. হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়, ৫. সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার সময়, ৬. আরাফাহ ও মুযদালিফাহ-য় এবং ৭. জামরায়ে ঊলা ও জামরায়ে উসতায় পাথর নিক্ষেপের সময়।[৯০]

আল্লামা নিমাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন-উক্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।[৯১] উক্ত হাদীসের আলোকে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৫০ হিজরী বলেন- নামাযে যেভাবে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠায়, সেভাবে কুনুতের সময় হাত উঠাবে এবং বাঁধবে আর দু'আ পড়বে।[৯২]

অতএব আহলে হাদীস বন্ধুগণের কথা ***কূনুত পড়ার জন্য রুকুর পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় দু'হাত উঠানো ও পুনরায় বাঁধার প্রচলিত প্রথার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই।***[৯৩] মনগড়া ও ভুল কথা। কেননা উক্ত হাদীসের আলোকে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা প্রমাণিত হয় না।

১২. দু'আয়ে কুনত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ أَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়ীনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নূ'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইর ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু

---

৮৯. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ৩/৪১ হা. ৫০৬৩ নামায অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

৯০. শরহু মাআনিল আসার ২/১৭৮ হা. ৩৫৪২ হজ্জ অধ্যায়, বায়তুল্লাহ দেখে হাত উঠানো পরিচ্ছেদ।

৯১. আসারুস সুনান পৃ. ২৪১ হা. ৬৩৬ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুতের সময় দু'হাত উঠানো।

৯২. কিতাবুল আসার পৃ. ৬৪ হা. ২১২ নামায অধ্যায়।

৯৩. ছালাতুর রাসূল (ছা:) পৃ ১৬৭।

ওয়া লাকা নুসল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু নারজূ রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَي الْخُزَاعِيِّ إِنَّه صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ فَقَنَتَ فِيْهَا وَقَالَ فِيْ قُنُوْتِه اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ (وَفِيْ رِوَايَةِ الْمُصَنَّفِ لِابْنِ اَبِيْ شَيْبَةَ بِطَرِيْقِه عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ) وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ (وفي رواية الطحاوي بطريقه عنه عبيد بن عمير) وَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ أَللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবযা আল খুযায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর পিছনে নামায আদায় করেন। আর তিনি কুনুত পড়েন এবং এই বলেন- হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, (আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে উবাইদ ইবনে উমায়ের সনদে) আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার উপর ভরসা করি, আপনার ভালর প্রসংশা করি, (তাহাবী শরীফে উবাইদ ইবনে উমায়ের সনদে) এবং আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আপনার কুফুরি করি না, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি, এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের সাথে মিলিত হয়।[৯৪]

قال بدر الدين العيني هذا إسناد صحيح.

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৮৫২ হিজরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।[৯৫]

خَالِد بْنِ أَبِىْ عِمْرَانَ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَه جِبْرِيْلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْه أَنْ اَسْكُتَ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَابًا وَلَا لعَانًا وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ قَالَ ثُمَّ عَلَّمَه هَذَا الْقُنُوْتَ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْضَعُ لَكَ

---

৯৪ . শরহু মাআনিল আসার ১/২৪৯ হা. ১৩৭০ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি সময়ে কুনুত পরিচ্ছেদ। আল মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৫/৩৭ হা.৭১০৪ নামায অধ্যায়, ফজরের কুনুতের দু'আ।

৯৫ . নুখাবুল আফকার ৩/৪২-৪৩ নামায অধ্যায়, ফজর ইত্যাদি সময়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّكْفُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

খালেদ ইবনে আবী ইমরান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল মুযার গোত্রের জন্য বদ দুআ করছিলেন তখন জিব্রাইল এসে এশারায় চুপ করতে বললেন, রাসুল চুপ করলেন অতপর বললেন হে মুহাম্মাদ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা গালীগালাজ বা অভিশাপ দেয়ার জন্য পাঠাননি। আপনাকে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন, শাস্তি স্বরূপ নয়। হে নবী, এ ব্যাপারে আপনার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তা'আলা চাইলে তাদের উপর দয়াপরশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিল যালেম। অতপর রাসুল কে এই কুনুত শেখান- হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আপনার প্রতি ঈমান আনি, আপনার অনুগত হয়, আর বিচ্ছিন্ন করি, পরিত্যাগ করি যে আপনার সাথে অন্যায় করে। হে আল্লাহ, আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্য নামায আদায় করি ও সিজদা করি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হয়, ও দ্রুত করি, আপনার রহমতের আশা করি, আপনার শাস্তির ভয় করি, নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের সাথে মিলিত হয়।[৯৬] হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।

হাযেমী আল ই'তিবার নামক কিতাবে লেখেন আবু দাউদ রহ. হাদীসটিকে মারাসীলে আবু দাউদ এ উল্লেখ করেছেন। মুতাবাআত সহকারে হাদীসটি হাসান।[৯৭]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি মুরসাল ও হাসান।[৯৮]

উক্ত হাদীসটিতে "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" কে কুনুত বলে অবহিত করে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

অন্য হাদীসে "আল্লাহুম্মাহ দিনী ফিমান হাদায়তা" এর বর্ণনাও এসেছে। যেমন-

عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.

---

[৯৬]. মারাসীলে আবী দাউদ পৃ. ১০৯ হা. ৮৬ নামায সমষ্টি, মুযার গোত্রের বদ দুআ।

[৯৭]. এলাউস সুনান ৬/১০৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত আস্তে পড়া, ও তার শব্দাবলী এবং ফজর নামাযে কুনুতের হুকুম।

[৯৮]. এলাউস সুনান ৬/১০৬-১০৭ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

আবুল হাওয়া সা'দি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দেন যা বিতরে পড়ব। আর তা হলো হে আল্লাহ আপনি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে সঠিক পথ দেখান। যাদেরকে আপনি মাফ করে দিয়েছেন, আমাকে তাদের মধ্যে গণ্য করে মাফ করে দিন। আপনি যাদের অভিভাবক হয়েছেন, তাদের মধ্যে গণ্য করে আমার অভিভাবক হয়ে যান। আপনি আমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন। আপনি যে ফয়সালা করে রেখেছেন, তার অনিষ্ট হতে আমাকে বাচান। কেননা আপনি সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে কেউ সিদ্ধান্ত দিতে পারেনা। আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখেন, সে কোন দিন অপমানিত হয়না। হে আল্লাহ আপনি বরকতময় ও সর্বোচ্চ।[৯৯]

তবে ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ৩০৩ হিজরী উল্লেখ করেন-

عَلَّمَنِيْ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوْتِ.

এমন কিছু ব্যাক্য শিক্ষা দিলেন যা বিতর নামাযে কুনুতে পড়ব।[১০০] হাদীসটি সহীহ।

আল্লামা যফর আহমদ উসমানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যু ১৩৯৪ হিজরী বলেন- হাদীসটি প্রকাশ্যভাবে বিতরের কুনুতের দু'আ প্রমাণিত হয়। কেননা বায়হাকী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

عَبْدُ الْمَجِيْدِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدَ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِىْ رَوَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ أَنَّ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُحَمَّدَ بْنِ عَلِيٍّ هُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةَ بِالْخَيْفِ يَقُوْلَانِ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِىْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَفِىْ وِتْرِ اللَّيْلِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

ইবনে আব্বাস ও মুহাম্মাদ ইবনে আলী বলেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে ও রাতের বিতরে উক্ত বাক্যগুলি দ্বারা কুনুত পড়বে।[১০১]

الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ (أَبُوْ صَفْوَانَ الْأُمَوِىِّ) حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُوْ بِهِ فِي الْقُنُوْتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যা দ্বারা ফজরের নামাযে কুনুতে দু'আ করব।[১০২]

---

[৯৯]. তিরমিযি শরীফ ২/৩২৮ হা. ৪৬৪ বিতর অধ্যায়, বিতরের কুনুত পরিচ্ছেদ।

[১০০]. নাসায়ী শরীফ ৩/২৪৮ হা. ১৭৪৫ নামায অধ্যায়, বিতরের দু'আ পরিচ্ছেদ।

[১০১]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২০৯ হা. ৩২৬৫ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[১০২]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৬ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

وَرَوَاهُ مُخَلَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْحَرَانِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِيْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ.

বিতরের কুনুতে।[১০৩]

হাদীসটিতে বর্ণনাকারী হুরমুয যেহেতু মাজহুল তাই এ কথা বলা যাবে না যে, এই শব্দগুলি দ্বারা কুনুত পড়েছে বা ফজরের কুনুতের জন্য দু'আটিকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং শেষ পর্যায়ে এটাই প্রমাণিত হয়। উক্ত দু'আটি দ্বারা বিতর/বিতরের কুনুতে তা দ্বারা দু'আ করবে।

কুনুতের জন্য কোন নির্ধারিত দু'আ ওয়াজিব নয়। তবে আমাদের নিকট "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" দ্বারা কুনুত পড়া সুন্নাত।

"শরহুল মুনইয়া" তে উল্লেখ হয়েছে- "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" এর সাথে "আল্লাহুম্মাহ দিনী ফীমান হাদায়তা" মিলিয়ে পড়া উত্তম।

আর যেহেতু বিতরে কুনুত পড়তে হয়। আর "কুনুত" শব্দটি ফজর বা বিতরে ব্যবহার হওয়া ছাড়া "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" এর উপর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই "আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা" পড়া সুন্নাত ও উত্তম হবে। তবে "আল্লাহুম্মাহ দীনি ফীমান হাদায়তা" এটিকে হাদীসের বর্ণনায় কুনুত বলা হয়নি। বরং এটিকে বিতরে বা কুনুতে পড়ার কথা এসেছে।[১০৪]

১২. বিতর শেষে মুস্তাহাব দু'আ

বিতর নামায শেষে সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস তিন বার পড়বে।

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه يَقْرَأُ فِى الْوَتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِى الثَّالِثَة بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِى آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ سُبْحَانَ الْمَلِك الْقُدُّوسِ .

উবাই ইবনে কা'ব (রাদিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন- রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর নামাযে প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাছ পড়তেন। আর শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর সালামের পর তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়তেন।[১০৫]

আল্লামা নিমাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মৃত্যু ১৩২২ হিজরী বলেন- হাদীসটি হাসান।[১০৬]

---

[১০৩]. আস সুনানুল কুবরা বায়হাকী ২/২১০ হা. ৩২৬৬ নামায অধ্যায়, দুআয়ে কুনুত পরিচ্ছেদ।

[১০৪]. এলাউস সুনান ৬/১০৮-১১০ হা. ১৭৩৭ বিতর অধ্যায়, বিতরে কুনুত গোপন করে পড়া, দু'আয়ে কুনুতের শব্দ ও ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনুতের হুকুম।

[১০৫]. নাসায়ী শরীফ ১/১৭২ হা. ৪৪৬ নামায অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত পরিচ্ছেদ।

[১০৬]. আসারুস সুনান পৃ. ২৩১ হা. ৬১১ বিতর অধ্যায়, বিতর তিন রাকাত।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْه أَنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَة قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِك الْقُدُّوْسِ ثَلَاثًا يَمُدُّ صَوْتَه بِالثَّالِثَة.

আব্দুর রহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল ﷺ এর সাথে বিতরের নামায পড়েছেন। আর রাসুল ﷺ প্রথম রাকাতে সুরা আলা, দ্বিতীয় রাকাতে সুরা কাফিরুন, তৃতীয় রাকাতে সুরা এখলাছ পড়তেন। আর শেষ রাকাতে সালাম ফিরাতেন। আর সালামের পর তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়ছেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে তিন বার সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস পড়েন। আর তৃতীয় বারে টেনেছেন।[১০৭]

আশা করি এই পুস্তিকাটি দ্বারা আহলে হাদীস বন্ধুগণের বিতর ও তার আনুষাঙ্গিক বিষয়ের সন্দেহ নিরসনে ভুমিকা রাখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

অকিল উদ্দিন
মুতাখাসসিস ফিল হাদীস ওয়াল ফিকহ
সহকারী মুফতী-দারুল ইফতা খাদেমুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ
গফুর ভিউ, এ/১৫৫৫, তৃতীয় তলা, ফ্লাট নং- 2/E
রুম নং- ২, রাজাখালী, চাক্তাই, চট্টগ্রাম।
তাং- ৫ সফর ১৪৩৫ হিজরী
৮ ডিসেম্বর ২০১৩ ঈসায়ী
রাত: ১১.০২ মিনিট

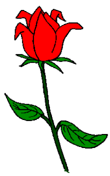

[১০৭]. শরহু মাআনিল আসার ১/২৯২ হা. ১৬০৫ নামায অধ্যায়, বিতর পরিচ্ছেদ।